গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

সম্পাদকীয় সংক্ষেপ
জাতীয় দৈনিক থেকে নির্বাচিত সম্পাদকীয়ের সারসংক্ষেপ
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২, ১১.০৮.২০২৫ (সোমবার)
সংখ্যা: ২৮/২০২৫-২৬

 # ইনকিলাব
দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা সম্মিলিতভাবে রুখে দিতে হবে
লিংক- https://dailyinqilab.com/editorial/article/794301

আগামী বছর রমজানের আগেই ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্ট করে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা বা গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। স্বৈরাচারের সাড়ে ১৫ বছরে দেশের মানুষ ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের সরকার গঠন করতে পারেনি। নির্বাচনের নামে একের পর এক প্রহসন মঞ্চস্থ হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতন ও পলায়নের পর অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে একটি কাঙ্ক্ষিত ও প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়, ঈদ-উৎসবের মতো মুখরিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পতিত স্বৈরাচার অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশকে অস্থির ও অস্থিতিশীল করার জন্য লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রভুদেশ ভারতের নিরাপদ আশ্রয় থেকে একের পর এক উস্কানি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে পতিত স্বৈরাচার ও তার প্রভু নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশজুড়ে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টির ছক এঁকে তারা নানা রকম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসী দল আওয়ামী লীগের ভারতে পালিয়ে যাওয়া নেতারা কলকাতায় অফিস খুলে নিয়মিত শলাপরমর্শ ও বৈঠক করছেন। দলটির কুখ্যাত সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী দেশেই রয়ে গেছে। তারা আত্মগোপনে আছে এবং ইদানিং খোঁড়ল থেকে মুখ বের করতে শুরু করেছে। ফেনীর নিজাম হাজারী, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, গাজীপুরের জাহাঙ্গীর আলম, মহম্মদপুরের জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রমুখের সন্ত্রাসী বাহিনীর সদস্যরা অধরা রয়ে গেছে। বিভিন্ন আন্দোলনের নামে রাস্তা অবরোধ, ভাংচুর, সংঘাত ও সংঘর্ষের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সদস্যরাও জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে। পতিত স্বৈরাচারের পক্ষে, তার প্ররোচণায় ও সহায়তায় ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং হচ্ছে বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। পতিত স্বৈরাচার ও তার প্রভু নির্বাচনের পূর্ণ অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করতে চায় কেন, তা সহজেই অনুমেয়। প্রশাসন, পুলিশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আওয়ামী মতাদর্শীরাই বহাল তবিয়তে আছে। তারা পরিস্থিতি মতো খোলসের বাইরে আসার চেষ্টা করছে। দলীয় বিভন্ন বাহিনীর সদস্য ও অনুসারীদের অনেকে ভোল পাল্টে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিতে ঢুকছে, যার কিছু তথ্য ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে দলগুলোকে সাবধান হতে হবে। আওয়ামী লীগের খুনী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দখলবাজসহ অপরাধীদের কেউ ক্ষমা পেতে পারে না। আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে দলটি নির্বাচন বানচাল করতে চাইবে, তাতে সন্দেহ নেই। দেশকে অস্থিতিশীল করার, নির্বাচন বানচাল করার যে কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে কঠোর অবস্থানে থাকতে হবে সরকারকে। এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্সের বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন, গণতন্ত্রায়ন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃঢ় ঐক্য প্রদর্শন করতে হবে। দেশ-জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশ্নে তাদের ইস্পাতকঠিন সংহতি অপরিহার্য।

 # যুগান্তর
ডেঙ্গুর প্রকোপ উর্ধ্বমুখী
এডিসের উৎস নির্মূলে সমন্বিত পদক্ষেপ নিন
লিংক- https://www.jugantor.com/tp-editorial/988781

ডেঙ্গু এখন আর মৌসুমি রোগ নয়, এটি সবার কাছে স্পষ্ট। এ রোগের ভয়াবহতার দিকটিও পরিষ্কার। দুঃখজনক হলো, এসব তথ্য জানার পরও ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে কর্তৃপক্ষের জোরালো ভূমিকা একেবারেই দৃশ্যমান নয়। এদিকে দিন যত যাচ্ছে দেশে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত ও মৃত্যু ততই বাড়ছে। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এ জ্বরে মারা গেছেন তিনজন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ৯৮ জন। ডেঙ্গুজ্বর নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩২৫ জন। এটি একদিন আগের তথ্য। জানা যায়, চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ৭৩৫ জন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে হওয়া অন্য এক জরিপে দেখা যায়, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার চেয়ে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন স্থানে এডিস মশার ঘনত্ব বেশি। জরিপ হয়েছিল শীতের সময়। এবার দেশে বর্ষা মৌসুমের আগেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ বেড়েছে। এসব তথ্য জানার পর ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের খতিয়ে দেখা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বছরজুড়ে বিস্তৃত হয়েছে, বিষয়টি বহুল আলোচিত। বস্তুত মশক নিধনে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় সারা দেশে এডিস মশার ঘনত্ব বেড়েছে। ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার আচরণে পরিবর্তন এসেছে। ২০২৩ সালে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলার পরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষ কেন জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তা বোধগম্য নয়। ডেঙ্গুর উপসর্গগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে এ রোগের নতুন উপসর্গগুলো এখনো অনেকেরই অজানা। অনেক সময় রোগী ডেঙ্গুর লক্ষণগুলো বুঝতে পারেন না, কোনো কোনো রোগী অবহেলা করেন। হাসপাতালে ভর্তি হতে দেরির কারণে রোগী গুরুতর অবস্থায় পৌঁছান। কাজেই জ্বর শুরু হওয়ামাত্রই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা পেতে বছরব্যাপী মশক নিধন ও অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। মশা নির্মূলে সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। যেভাবেই হোক, এডিস মশার উৎস পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে।

 # প্রথম আলো
বনে অবৈধ বিদ্যুৎ–সংযোগ
দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে
লিংক- https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/8d53fayfqn

দেশে এমনিতেই বনভূমি কমছে, তার ওপর নতুন করে বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে বনের ভেতর অবৈধভাবে স্থাপন করা হাজার হাজার বিদ্যুতের খুঁটি। এসব অবৈধ বিদ্যুৎ–সংযোগ বনভূমি দখলের প্রক্রিয়াকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এসব অবৈধ সংযোগ ব্যবহার করে ফাঁদ পেতে বন্য হাতি হত্যা করা হচ্ছে। যেভাবেই হোক, এসব খুঁটি সরাতেই হবে। বন অধিদপ্তরের এক জরিপে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও দিনাজপুর অঞ্চলের বনাঞ্চলে ১০ হাজারের বেশি অবৈধ বিদ্যুতের খুঁটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগে—৫ হাজার ৭১৭টি। বন বিভাগ বারবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানালেও তার ফল মিলেছে সামান্যই। উল্টো পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও পিডিবির পক্ষ থেকে আসছে পরস্পরবিরোধী ও দায়সারা বক্তব্য। জনগণের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অধিকার আছে, কিন্তু তার জন্য বনভূমি দখল করে পরিবেশ ও বন্য প্রাণীর জীবন বিপন্ন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এক সদস্যের ভাষ্য অনুযায়ী, জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলেই একজন বিদ্যুৎ–সংযোগ পেতে পারেন, কিন্তু বন বিভাগের আপত্তির বিষয়ে তাঁদের তেমন কোনো ধারণা নেই। অথচ বন বিভাগ নিয়মিত চিঠি এবং আইনশৃঙ্খলা সভায় এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। এই সমন্বয়হীনতা এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা পুরো বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বনের ভেতর অবৈধ বসতিতে বিদ্যুৎ–সংযোগে বনের ভেতর অবৈধ দখল রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। তা ছাড়া মহাবিপন্ন প্রাণীর জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ছে। গত আট বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ২৬টি হাতি হত্যা করা হয়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য অবিলম্বে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উপদেষ্টার উচিত অবিলম্বে এ বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে অবৈধ খুঁটি ও সংযোগগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। দ্বিতীয়ত, বন বিভাগ, বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, বনের ভেতর যেকোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ বা বিদ্যুৎ–সংযোগের ক্ষেত্রে বন বিভাগের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত এক–দেড় দশকে বনের ভেতরে সড়ক ও অবৈধ বিদ্যুতের সংযোগের কারণে টাঙ্গাইল, সিলেটসহ অনেক জায়গায় বনাঞ্চল হারিয়ে গেছে। দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনই কঠোর, কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে। নীতিনির্ধারকদের এ ব্যাপারে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করতে হবে।

 # নয়া দিগন্ত
বিবিএসের পেশাদারিত্ব ফেরানোর দাবি, জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে
লিংক- https://dailynayadiganta.com/opinions/editorial/iIF7N6KnihTC

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও শুমারির তথ্য-উপাত্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার। নিজেদের অর্থনৈতিক সাফল্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর জন্য তারা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএসকে এ কাজে নগ্নভাবে ব্যবহার করেছে। মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি- এ ধরনের সূচক ঘষামাজা করে তাদের চাহিদামাফিক তৈরি করতে বিবিএসকে বাধ্য করা হয়। মুক্ত পরিবেশে এখন এ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির দাবি জানিয়েছেন। তারা একটি স্বাধীন পরিসংখ্যান কমিশন চায়। বিবিএসকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে এখানেও কার্যকর সংস্কার দরকার। স্বাধীনতার পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে হবে। বিবিএসের জনবলের ৯৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত সংস্কারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সংস্থার মোট জনবল চার হাজার ৩৫৮ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে চারটি সংগঠনের চার হাজার ১৮৮ জন সদস্য স্বাধীন পরিসংখ্যান কমিশন চান। এ দিকে এ সম্পর্কিত সংস্কার কমিশন এ ব্যাপারে সুপারিশ পেশ করতে যাচ্ছে। তাতে স্বাধীন কমিশন গঠন এবং এর সুবিধা ও প্রক্রিয়া প্রস্তাবের মধ্যে বিস্তারিত থাকবে। শেখ হাসিনার সরকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিবিএসকেও কব্জা করে নিয়েছিল। ফলে এটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। সে কারণে হাসিনার আমলে পরিচালিত শুমারি ও পরিসংখ্যান নিরপেক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এতে করে সরকারি নীতি প্রণয়নে গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হয়। হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন সরকারি সেক্টরে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করতে না পারায় বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচালনায় বিপত্তিতে পড়তে হয়েছে সরকারকে। সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি বিবিএসকে স্বাধীন পরিসংখ্যান কমিশনে রূপান্তরের সুপারিশ করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনও অনুরূপ সুপারিশ করেছে। তারা বিবিএসকে নিজস্ব জনবল নিয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের সুপারিশ করেছে, যেটি জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে। সরকারের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত জরুরি। বিবিএসের বিপুল জনবল থাকার পরও বিগত সরকারের রাজনৈতিক প্রভাবে তারা সে কাজটি করতে পারেনি। সরকারের বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তাই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। সংস্থাটিকে পুরোপুরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত জবাবদিহিমূলক এবং দায়িত্বশীল করতে হবে।

 # কালের কণ্ঠ
সমাধান, নাকি নতুন সংকট
ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ
লিংক- https://www.kalerkantho.com/print-edition/editorial/2025/08/11/1560802

বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্ররাজনীতি বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের মুখে পড়েছে, যদিও আমাদের দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ছাত্ররাজনীতির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে এবং জাতীয় নেতৃত্বের অনেকেই এর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছেন। সম্প্রতি ঢাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এর ফলে সৃষ্ট জটিলতা। এক বছর আগে পতিত সরকারের আমলে নেওয়া এই সিদ্ধান্তকে প্রশাসন বহাল রেখেছে। ফলে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। বিশেষ করে ছাত্রদল ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর মতো সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা এবং রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। প্রকাশ্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে কি সত্যি ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করা সম্ভব? অভিজ্ঞতা বলছে, রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে দমন করলে তা প্রায়ই গোপনে, নিয়ন্ত্রণহীন ও প্রভাবহীন উপায়ে বেড়ে ওঠে। তাই 'নিষিদ্ধ' শব্দটি ব্যবহারের আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ভাবতে হবে, তারা সমস্যার সমাধান করছে, নাকি সমস্যাকে আড়ালে ঠেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এ ধরনের কিছু অভিযোগ উঠেছে একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাই ছিলেন প্রথম সারির সাহসী কণ্ঠস্বর। ক্যাম্পাসে সহিংসতা, দখলদারি ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়া অবশ্যই সমাধানের দাবি রাখে। তবে এর সমাধান হতে হবে স্বচ্ছ নিয়ম, গাইডলাইন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে, যেখানে রাজনীতি করার অধিকারও রক্ষা পাবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত হবে ছাত্ররাজনীতিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে এটিকে একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈধ রাজনীতির সুযোগ দিতে হবে, যা তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং ক্যাম্পাসে এক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে।